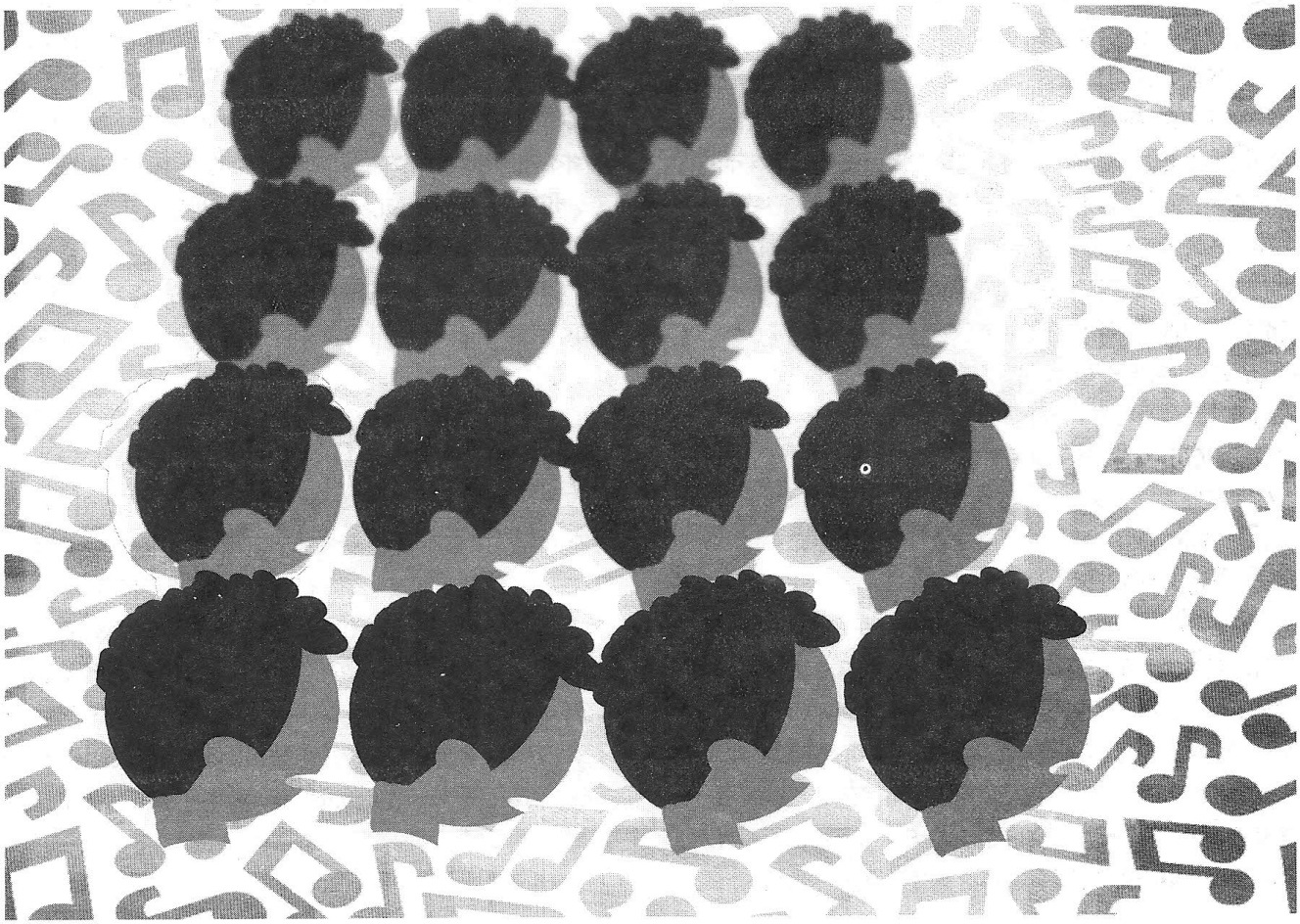

সকল দেশের রাণী সে যে

গৌতমকুমার পাল

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" — এই ভাবধারার বীজ ওনার প্রার্থনা-সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে বপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্কুলের অনেক আকর্ষণের মধ্যে আমার কাছে অন্যতম ছিল রোজ ক্লাস শুরুর আগে মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত। ক্লাস কামাই হলে অতটা দুঃখ হত না, যতটা হত কোনওদিন প্রার্থনা শুরু হওয়ার পর স্কুলে পৌঁছলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা/আমাদের এই বসুন্ধরা/তাহার মাঝে আছে দেশ এক/সকল দেশের সেরা/ ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ/স্মৃতি দিয়ে ঘেরা", অথবা অতুলপ্রসাদ সেনের "উঠো গো ভারতলক্ষ্মী", কিম্বা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত আমার ভারতবর্ষ", বা মোহিনী চৌধুরীর "মুক্তির মন্দির সোপানতলে" — এসব গানের কথা এখনও কানে বাজে। তপতী দিদিমণি প্রার্থনার গানগুলি পরিচালনা করতেন। সমবেত

কণ্ঠে গীত এইসব দেশাত্মবোধের গানগুলির ভাব ও মর্ম অন্তরের অন্তঃস্তলে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল, যে আজও তা অনুপ্রেরণা যোগায়।

তখন ২০০১, ছয় বছর হল স্কুল ছেড়েছি। কলেজের পাঠক্রম শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। একদিন বাবা নিয়ে গেল পাড়ার এক কাকুর কাছে — জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি হিসেবে পাড়ায় ওনার বেশ নাম-ডাক আছে। কথায় কথায় উনি বললেন, "তাহলে আমেরিকাতেই বাকি জীবনটা কাটাবে ঠিক করলে। বেশ বেশ।" আমি আকাশ থেকে পড়ে বললাম, "আমি তো শুধু পড়াশুনো করতে যাচ্ছি বছর-খানেকের জন্য। তারপর তো ফিরে আসবো।" কাকু বললেন, "তুমি যে চেয়ারটায় বসে আছো, ওখানে বসে আজ পর্যন্ত অনেকেই তোমার মতো কথা বলেছে — কিন্তু তারা কেউ ফিরে আসেনি।" আমি ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম — "কিন্তু আমি ফিরে আসবই।"

আমি যে আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছি, তার জন্য আমি স্কুলের প্রার্থনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। যেদিন আমি কাকুর কাছে আমার সংকল্প বলেছিলাম সেদিন বুঝিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে ভেবে দেখেছি এর জন্য মুখ্য ভূমিকা রয়েছে আমাদের স্কুলের দিদিমণিদের এবং স্যারদের। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" — এই ভাবধারার বীজ ওনারা প্রার্থনা-সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে বপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে ভাবি, অতুল প্রসাদ কেন লিখেছিলেন — "বলো বলো বলো সবে/শত বীণা বেণুরবে/ ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে/" আমরা কি চিরকাল ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখে যাব — 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' কখনই দেখব না 'শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে।' তারপরই মনে আসে এই গীতিকারেরই 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী'র মাঝের কথাগুলি —
"কাণ্ডারী নাহি কো কমলা/দুঃখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে/ শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী/কালো সাগর কম্পন দর্শে" আসল সমস্যা এখানেই — ভারতের জনসংখ্যা বিংশতি কোটি থেকে বেড়ে একশত বিংশতি কোটি হয়ে গেছে, কিন্তু কাণ্ডারীর জন্য এখনও আমরা হা-পিত্যেশ করে যাচ্ছি। অন্য কেউ কিছু করবে এটা ভাবার আগে আমরা যদি নিজেরা কিছু শুরু করি — তাহলেই দেখবো আমাদের মধ্যে থেকেই কাণ্ডারী যেগে উঠছে। প্রবাদ আছে "থিঙ্ক গ্লোবালি, এ্যাক্ট লোকালি" তাই 'এই দেশটার কিস্যু হবেনা, কেউ কিছু করতে পারবে না' — এইসব ভেবে ও বলে অথর্ব হয়ে না বসে একটু নিজেদের ঘর আর নিজেদের পাড়াটার সংস্কার করি। "যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা/মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা" তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। বিন্দু-বিন্দুতেই তো সিন্ধু গড়ে ওঠে।

১৯৯৫ - মাধ্যমিক। সহ-অধ্যাপক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট

With Best Wishes from :

ABP

Kolkata - 700 016